মেহেরপুরে জেলা ও উপজেলার শিক্ষা মান উন্নয়নে স্মারকলিপি প্রদান

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন ও সবার জন্য মান সম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ নানা উদ্যোগ গত মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে আমদহ এবং আমঝুপি ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা বিদ্যালয়ের সমস্যা তুলে ধরে সমাধানের দাবিতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ তরিকুল ইসলাম ,সহকারী কমিশনার (ভূমি) গাজী মূয়ীদুর রহমান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর পৃথক স্মারকলিপি প্রদান করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আমদহ ও আমঝুপি ইউনিয়নের সদস্যবৃন্দ পৌর কাউন্সিলর আব্দুর রহিম, মোকলেচুর রহমান, মীর ফারুক হোসেন, মোঃ শহিদুল্লাহ, ইসমাইল হোসেন, প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা ও সহকারী প্রোগ্রাম অফিসার আশিক বিল্লাহ।

মেহেরপুরের ওরিয়েন্টেশন ও ত্রৈমাসিক অগ্রগতি ফলোআপ সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের আমঝুপিতে ইয়ুথ ফোরামের ওরিয়েন্টেশন ও ত্রৈমাসিক অগ্রগতি ফলোআপ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টার দিকে আমদহ, আমঝুপি এবং বারাদী ইউনিয়নের যুব সদস্যদের নিয়ে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর হলরুমে ইয়ুথ ফোরামের ওরিয়েন্টেশন ও ত্রৈমাসিক অগ্রগতি ফলোআপ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গণসাক্ষরতা অভিযান এর সহায়তায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এ

কর্মসূচীর আয়োজন করে।

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিমের সভাপতিত্বে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা।

সভায় মেহেরপুর জেলার সার্বিক শিক্ষার সুযোগ, শিক্ষার বাস্তবতা, শিশুদের বিদ্যালয়ে আনন্দঘন পরিবেশ তৈরি সহ বিদ্যালয়ে স্বচ্ছতা ,জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে ইয়ুথদের ভুমিকার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

এ সময় মেহেরপুর বৈষম্যবিরোধ ছাত্র আন্দোলনের সংগঠক তাহসিন আহম্মদ রাব্বী, বারাদী ইউনিয়নের ইয়ুথ ফোরামের সভাপতি শ্রী সজিব দাস, আমঝুপি ইউনিয়নের ইয়ুথ ফোরামের সভাপতি ইয়াসমিন এবং আমদহ ইউনিয়নের সদস্য রতন আলীসহ অনেকে নিজেদের মতামত তুলে ধরেন।

সভায় গণমাধ্যম কর্মীসহ ৪০ জন যুব সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

ইতালি নেওয়ার নামে ৪ যুবকের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে কোটি টাকা

ভাল বেতন হবে, জীবন হবে উন্নত। কিন্তু একটু কষ্ট করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ৩ ঘন্টার পানি পথে ইতালি পৌছানো হবে। এ আশ্বাস দেন মানব পাচারকারী চক্রের সদস্য গাংনী উপজেলার শালদহ গ্রামের বজলুর রহমানের ছেলে ইতালি প্রবাসী টোকন।

অল্প টাকা খরচে ইতালি গিয়ে উন্নত জীবন যাপনের প্রত্যাশায় একই গ্রামের ৪ যুবক দেড় লাখ টাকা করে ৬ লাখ টাকা তুলে দেন ইতালি প্রবাসী টোকনের পরিবারের কাছে।

তবে, অপরাধ বিশ্লেষকরা বলছেন, লোভে পড়ে প্রতারিত হচ্ছেন মানুষ। আর সচেতনতার অভাবেই এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে বলে দাবি

প্রশাসনের।

মানব পাচারকারী চক্রের সদস্য টোকন ভুয়া ভিসা দিয়ে ৪ যুবককে গত ৩০ জুন লিবিয়া নিয়ে একটি নির্জন কক্ষে প্রায় চার মাস আটক রেখে নির্মম নির্যাতন করে। ভিডিও কলে এই নির্যাতন দেখিয়ে ৪ যুবকের পরিবারের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে প্রায় ৯৬ লক্ষ টাকা। অভিযোগ প্রতারিত ওই চার যুবকের।

তাঁরা জানান, লিবিয়ার জনমানবহীন পাহাড়ের নির্জন স্থানে একটি গোডাউনে ৪ যুবককে আটক রেখে নির্যাতন করতো। নির্যাতনের চিত্র ভিডিও কলে পরিবারের লোকজনকে দিয়ে হুমকী দিয়ে দফায় দফায় হাতিয়ে নিয়েছে এই টাকা। পরিবারের লোকজন ৪ যুবকের জীবন বাঁচাতে সহায় সম্বল বিক্রি ও এনজিও থেকে লোন করে তুলে দিয়েছে মানব পাচারকারী টোকনের পরিবারের কাছে।

ওই ৪ যুবকের কাছ থেকে প্রায় কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া আন্তর্জাতিক মানব পাচারকারী চক্রের হোতা ইতালি প্রবাসী টোকনের বিচার দাবি করেছেন ভুক্তভোগীসহ এলাকাবাসি।

ওই ৪ যুবকের কাছ থেকে পাসপোর্ট নিয়ে দেয়া হয় ইতালির ভিসা, এমনকি বিমানের টিকিটও অগ্রিম কাটা হয়। কিন্তু ইমিগ্রেশনে গিয়ে যুবকরা জানতে পারেন সবই ভুয়া। দালালদের প্রলোভনে পড়ে লাখ লাখ টাকা খুইয়ে সর্বস্বান্ত অনেক যুবক।

ইতালি প্রবাসি টোকন। ১০/১২ বছর আগেও ছিলেন সুদানে। পরে সেখান থেকে লিবিয়াতে যান। সেখান থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পানি পথে পাড়ি জমান ইতালিতে।

মুঠোফোনে কথা হয় তাঁর নিজ গ্রাম গাংনী উপজেলার শালদহ এলাকার খবির উদ্দীনের ছেলে স্বপন আলী, ইউসুব আলীর ছেলে কামরুজ্জামান, খলিলুর রহমানের ছেলে সামিউল্লাহ ও পার্শ্ববর্তি আলমডাঙ্গা উপজেলার বড়গাংনী গ্রামের মৃতু আনোয়ার হোসেনের ছেলে রফিকুল ইসলামের সঙ্গে।

ভুক্তভোগী স্বপন ও কামরুজ্জামান জানান, কোনো ঝামেলা ছাড়াই তাদের ইতালি পৌঁছে দেয়া হবে, এমন শর্তে টোকনের ভাই আনোয়ার হোসেন আনুর ছেলে আকাশের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৪ যুবকের ৬ লাখ টাকা। পাসপোর্টে দেয়ার পর তাঁরা ইতালির ভিসা, একই সঙ্গে কেটে দেই বিমানের টিকিটও।

এ বিষয়ে জানতে টোকনের বাড়িতে গিয়ে তাকে পাওয়া যায়নি। ওই চার যুবক দেশে ফেরার সাথে সাথে তাঁর স্ত্রী পালিয়ে গেছে বাবার বাড়ি। তবে, তার মা শাহিদা খাতুনের সাথে কথা হয়। তিনি বলেন, এই বাড়ি আমার। আমার ছেলে ওই চার যুবককে নিয়ে গেছে। তারা লিবিয়া থেকে জোর করেই ফিরে এসেছে। ফেরার আগে আমাদের কাছে লিখিত দিয়েছে তারা আইনগত কোনো ব্যবস্থা নেবেনা বলে। তবে, আরেক অভিযুক্ত টোকনের ভাইস্তে আকাশ পালিয়ে গেছে।

এলাকাবাসি জানান, টোকন এক সময় তার ভাইদের সাথে গাড়ি চালিয়ে জীবন ধারণ করলেও এখন সে গ্রামেই ডুপ্লেক্◌্র আলীশান বাড়ি তৈরী করেছে।

সরেজমিনে শালদহ গিয়ে দেখা গেছে, তার বাড়ির নাম দিয়েছেন “টোকন আলীশান বাড়ি”।

এদিকে প্রতারিত ওই ৪ যুবক আদালতে মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

প্রশাসন বলছে, এমন ঘটনা থামাতে জনপ্রতিনিধিদের আন্তরিকতার পাশাপাশি প্রয়োজন পরিবারেরও সচেতনতা।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বনী ইসরাইল বলেন, ‘এমন ঘটনায় আদালতে দায়ের করা একাধিক মামলা তদন্ত করছে পুলিশ। এছাড়া, প্রত্যেকটি মামলা নিখুঁতভাবে তদন্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেছে। অনেকেই গ্রেফতারও হয়েছে। বেকার যুবকরা সচেতন হলে এসব প্রতারকের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। সচেতনতার বিকল্প কিছুই নেই।’

মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামীর কর্মী সমাবেশ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর সদর উপজেলা আমদহ ইউনিয়ন শাখার আয়োজনে কর্মী সভা ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (৩০ অক্টোবর) বিকেল ৪ টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদাহ ইউনিয়নের আশরাফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ

প্রাঙ্গনে এ কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে কোরআন তেলাওয়াত ও ইসলামী সংগীত পরিবেশন করা হয়।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আমদাহ ইউনিয়নের আমীর মাওঃ মোঃ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা আমীর মাওঃ তাজউদ্দিন খান।

এসময় তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার ভারতের দালাল, তাদের বাংলাদেশে ঢোকার কোন অধিকার নাই। আমরা ১৭ বছর মামলা হামলার শিকার, কোর্টের বারান্দায় উঠতে উঠতে পায়ের চামড়া নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আর তারা এই কয় মাসে আবারো ক্ষমতায় আসার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে কিন্তু ক্ষমতায় আসার তো দূরের কথা জনগণ তাদের চেহারাও আর দেখতে চাই না।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আমদাহ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আঃ কুদ্দুসের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা আমীর মাওঃ সোহেল রানা, সাধারণ সম্পাদক মোঃ জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, জেলা নায়েবে আমীর মাওঃ মাহবুব-উল আলম, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি মাওঃ কাজী রুহুল আমিন, জেলা শ্রমিক কল্যাণের সভাপতি মোঃ আঃ রউফ মুকুল।

এছাড়াও এসময় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বিভিন্ন ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মুজিবনগরে ২০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল সহ সোহাগ (২২)নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজার মুজিবনগর-মেহেরপুর সড়কের আঙ্গুর ওয়েল্ডিং এন্ড থাই ওয়ার্কসফের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক সোহাগ আলী উপজেলার

সোনাপুর মাঝপাড়া গ্রামের শরিফুল ইসলামের ছেলে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি মিজানুর রহমান জানান, এক মাদক ব্যবসায়ী ভারতীয় তৈরি অবৈধ নেশা দ্রব্য মাদক ফেনসিডিল বিক্রির উদ্দেশ্যে উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে অবস্থান করছে এমন গোপন সংবাদ পেয়ে। মুজিবনগর থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম কেদারগঞ্জ বাজারে অভিযান চালাই এ সময় কেদারগঞ্জ বাজারের মুজিবনগর-মেহেরপুর সড়কের ব্র্যাক অফিসের কাছে মাদক ব্যবসায়ী সোহাগ আঙ্গুরের লেদের সামনে মাদক বিক্রির উদ্দেশ্যে একটি প্লাস্টিকের ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে ছিল পুলিশের উপস্থিতিতে টের পেয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাকে আটক করা হয় এবং তার ব্যাগ তল্লাশি করে ২০ বোতল ফেনসিডিল পাওয়া যায়।
পরে তাকে আটক করে মুজিবনগর থানায় নিয়ে আসা হয়। আটককৃত আসামী সোহাগ আলী মাদকদ্রব্য ফেন্সিডিল নিজ হেফাজতে রেখে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) এর ১৪(খ) ধারার অপরাধ করেছে। তাই তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করে তাকে কারাগারে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

মেহেরপুর হাসপাতালের ধোপা ঝন্টুকে শোকজ

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের ধোপা ঝন্টু শাহ কে শোকজ করেছেন কতৃর্পক্ষ। গতকাল মঙ্গলবার হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. জমির মো: হাসিবুস সাত্তার এ শোকজ করে ৫ দিনের মধ্যে জবাব দিতে বলেছেন।

শোকজে বলা হয়েছে, ঝন্টু শাহ গত ২৮ অক্টোবর জেলা প্রশাসকের নিকট ২০২৪-২০২৫ অর্থবৎসরে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, মেহেরপুরে পথ্য, স্টেশনারী ও ধোপা টেন্ডার কাজে অনিয়ম ও দূর্নীতি প্রসঙ্গে একটি অভিযোগ দিয়েছেন। ঝন্টু শাহ এখনো মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের ধোপা কাজের জন্য তত্ত্বাবধায়কের সাথে চুক্তিবদ্ধ। ধোপার কাজ তিনি সঠিক ভাবে করেন না এবং অনেক

সময় অতিরিক্ত বিল দাখিল করেন। এছাড়াও তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মানবিক দিক বিবেচনা করে পরবর্তীতে সংশোধন হবে মনে কেও তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

অভিযোগের মারফত দিয়ে তিনি শোকজে বলেন, তত্ত্বাবধায়ক ব্যাপক অনিয়মের আশ্রয় নিয়ে পছন্দের ঠিকাদারকে নিম্ন দরপত্র দাতা দেখিয়ে কাজ পাইয়ে দিতে বড় অংকের আর্থিক সুবিধা নিয়েছেন। যেখানে এখনো টেন্ডার কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো শেষ হয়নি এবং কাউকে কার্যাদেশ দেওয়া হয়নি। তার অভিযোগটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, মনগড়া, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রোণিত বলে মন্তব্য করেছেন একই সঙ্গে তাকে ২০২৪-২০২৫ অর্থবৎসরের টেন্ডারের কাজ না পাওয়ার আংশকা থেকে এই অভিযোগ করেছেন বলে মনে করছেন।

তিনি শোকজে আরও বলেন, তত্ত্বাবধায়কের বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ বড় অংকের আর্থিক সুবিধা নিয়েছে, এটি কার কাছ থেকে নিয়েছি? কখন নিয়েছি? এবং বর্তমানে টাকাগুলো কোথায় আছে? টাকার পরিমান কত? কোথায় দূর্নীতি হয়েছে? এর স্বপক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আগামী ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে হাসপাতাল তত্ত্বাবধায়ক বরাবর দাখিল করবেন। অন্যথায় ঝন্টু শাহ এর বিরুদ্ধে মানহানি ও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার হুশিয়ারি দিয়েছেন।

গাংনীতে গত দুই মাসে আইন শৃংখলার চরম অবনতি

গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় একের পর এক বোমা ও কাফনের কাপড় পাঠিয়ে প্রাণনাশের হুমকী দিচ্ছে দূর্বৃত্তরা। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে চুরি ডাকাতি ছিনতাইয়ের ঘটনায় আতংকিত হয়ে উঠছে গাংনীর জনপদ। এসব ঘটনায় এখন পর্যন্ত পুলিশী ভূমিকা না থাকা ও আসামি গ্রেফতার না হওয়ায় জনমনে বিরুপ প্রতিক্রিয়া তৈরী হয়েছে। এসব চুরি ডাকাতি ছিনতাই ও বোমা উদ্ধারের ঘটনায় এখনো পুলিশ কাউকে আটক করতে পারেনি।

আইনের আওতায় আনার দাবি জানান তিনি।

এছাড়া গত ১৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকালে গাংনী উপজেলার গোপালগর বাজারে রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলামের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামনে থেকে দুইটি হাতবোমা, চিরকুট ও একটু টুকরো কাফনের কাপড় উদ্ধার করে পুলিশ।

বিএনপি নেতা রবিউল ইসলাম জানান, আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামনে বোমা, কাফনের কাপড় ও চিরকুট উদ্ধারের ঘটনায় আমি ও আমার পরিবারের লোকজন এখনো আতংকিত।

গত ৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলার আকুবপুর নামক স্থানে গাছ ফেলে প্রায় ঘণ্টা ধরে গণডাকাতি করে ডাকাতরা। এসময় দুরপাল্লার শ্যামলী পরিবহনের একটি যাত্রীবাহি বাসসহ বেশ কয়েকটি যানবাহনে গণডাকাতির ঘটনা ঘটে। ডাকাতরা পথচারী, যাত্রী ও কয়েকজন পরিবহনচালককে কুপিয়ে জখমের পাশাপাশি মারধর করে স্বর্ণালংকার ও অর্থ লুট করেছে। ডাকাতদের হামলায় যাত্রীবাহী যানবাহনের চালক, তাঁর সহকারীসহ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

এ ঘটনায় দুজন গুরুতর আহত হন। তাঁরা হলেন শ্যামলী পরিবহনের চালক মোস্তাফিজুর রহমান (৫০) ও তাঁর সহকারী রহিদুল ইসলাম (৩৩)।

আহত অবস্থায় তাঁদের প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও পরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাঁদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আহতরা জানান, ২০ থেকে ২২ জনের একটি ডাকাত দল সড়কের ওপর গাছ ফেলে পরিবহনের গতিরোধ করে ডাকাতি শুরু করে। এসময় বাধা দিলে চালকের সহকারী রহিদুল ইসলাম ও চালক মোস্তাফিজুর রহমানকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে জখম করে। এসময় যাত্রীদের কাছ থেকে টাকা, স্বর্ণালংকার ও মুঠোফোন কেড়ে নিয়ে যায়। এসময় সড়কে যাতায়াত করা অ্যাম্বুলেন্স, মাইক্রোবাস, আলগামন, নছিমনসহ বেশ কয়েকটি গাড়ির গতি রোধ করেন ডাকাত দলের সদস্যরা।

এছাড়া গত ৬ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাত সাড়ে ৮টার দিকে গাংনী উপজেলার করমদি-ভোমরদহ রাস্তার চোরপোতা ভিটাপাড়া এলাকায় ঔষধ কোম্পানির দুই বিক্রয় প্রতিনিধির (রিপ্রেজেন্টেটিভ) বোমা হামলা ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে নগদ ২০ হাজার টাকা ও একটি মোটরসাইকেল ছিনতাই

করে দুর্বৃত্তরা।

এ ঘটনায় গ্লোব ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির (ভেটেরিনারি) প্রমোশন অফিসার মাজেদুল ইসলাম (৩৫) ও ইথিক্যাল ড্রাগস কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধি মিরাজ আলী (৩৮) গুরুতর আহত হয়েছেন।

আহত জানান, তাঁরা সীমান্তবর্তী তেঁতুলবাড়িয়া, করমদি, পলাশীপাড়া এলাকা থেকে ঔষধ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা উত্তোলন করে মোটরসাইকেলযোগে গাংনী ফিরছিলেন। তেঁতুলবাড়িয়া থেকে ভোমরদহ রাস্তা দিয়ে চোরপোতা এলাকায় পৌঁছালে ৬/৭ জনের একদল সশস্ত্র ছিনতাইকারী তাদের পথরোধ করে। মোটরসাইকেলের চাবি কেড়ে নিতে চায়। চাবি দিতে না চাওয়ায় প্রথমে হাতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মারে। পরে হাতে একটি বোমা মারে। বোমা ও অস্ত্রের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে পকেটে থাকা ২০ হাজার টাকা ও একটি মোটরসাইকেল ছিনতাই করে পালিয়ে যায় ছিনতাইকারীরা।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আটটার দিকে গাংনী- হাটবোয়ালিয়া সড়কের বাথানপাড়া-রাইপুর মাঠের মধ্যে ১৮/২০ টি মোটরসাইকেল ও একটি অটোভ্যান থামিয়ে গণছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এঘটনায় নগদ এক লক্ষ টাকাসহ ১৫/১৬ টি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে জানান ভুক্তভোগীরা। ভুক্তভোগীরা জানান, হাটবোয়ালিয়া থেকে বাড়ি ফিরতে বাথানপাড়া-রাইপুর গ্রামের মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছলে, ১০/১৫ জনের একটি দল রামদা, লাঠিসহ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে। এসময় চোখ ও হাত পিছমোড়া দিয়ে বেঁধে প্রায় ২০/২২ পথচারির কাছ থেকে মোবাইলফোন, নগদ টাকাসহ স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নেই।

এসময় দুই নারীর কাছ থেকে নগদ টাকা ছিনিয়ে নেই ছিনতাইকারীরা, জানান তারা। ছিনতাইকারীরা পথচারিদের চোখ বেঁধে ধনচে ক্ষেতের মধ্যে রাত ৯ টা পর্যন্ত আটকিয়ে রাখে বলে জানান ভুক্তভোগীরা। এসময় একজনকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে জখম করে। তথ্য মতে, গত সেপ্টেম্বর মাসের বোমা হামলা, চুরি ও ছিনতাইয়ের ৮টি ঘটনা ঘটে।

গত ৬ সেপ্টেম্বর গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে থেকে কাজীপুর গ্রামের মাসুদ রানার একটি পালসার মোটরসাইকেল চুরি হয় যার নম্বর মেহেরপুর ল ১১-৪৬১২।

৯ সেপ্টেম্বর চিৎলা মাঠের মধ্যে থেকে এক পথচারির কাছ থেকে একটি মোটরসাইকেল ছিনতাই হয়। ১৩ সেপ্টেম্বর হাড়াভাঙ্গা গ্রামে আজাদের

বাড়ি থেকে একটি গরু চুরির ঘটনা ঘটে। এসময় জনতার হাতে একজন চোর আটক হয়। একই রাতে মটমুড়া গ্রামে দোকান ভেঙ্গে দোকানের মালামাল চুরির ঘটনা ঘটে। ২০ সেপ্টেম্বর বাওট বাজার থেকে চুরি হয় একটি এ্যাপাচি আরটিয়ার মোটরসাইকেল। যার নম্বর কুষ্টিয়া ল ১২-৫০০১।

স্থানীয়রা জানান, আগে এলাকায় পুলিশি টহল থাকার কারনে চুরি ডাকাতি ও ছিনতাই ছিলনা। গভীর রাতেও মানুষ রাস্তাঘাটে চলাচল করতো। এখন সন্ধ্যার আগেই রাস্তাঘাট জনশুন্য হয়ে পড়ে। রাস্তায় বের হলেও পড়তে হচ্ছে ডাকাত ও ছিনতাইকারীদের কবলে। গুরুত্বপুর্ণ কোন কাজে যাবার প্রয়োজন হলেও মানুষ যেতে পারছেননা।

এনিয়ে গত এক মাসে গাংনী উপজেলার পৃথক চারটি স্থানে হাতবোমা, কাফনের কাপড় ও চিরকুট রেখে গেছে দূর্বৃত্তরা। চুরি ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে প্রায় ডর্জনখানেক। একের পর এক বোমা, কাফনের কাপড় ও হুমকীর সংবলিত চিরকুট উদ্ধারের ঘটনায় জনমতে চরম আতংক বিরাজ করছে বলে জানান স্থানীয়রা।

এসব ঘটনায় আজো কেউ আটক হয়নি। উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি চুরি ও ডাকাতি করা মালামাল। গত সেপ্টেম্বর ও চলতি আগষ্ট মাসে আরো কয়েকটি ছিনতাই ও চুরির ঘটনা ছাড়াও চলেছে নীরব চাঁদাবাজি। ভয়ে ভুক্তভোগিরা নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে কেউ পুলিশের কাছে অভিযোগ করেনি।

এলাকাবাসির অভিযোগ আগে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলার আকবপুর নামক এলাকায় রাত ৯ টা থেকে ভোররাত পুলিশের টহল থাকত। এখন রাতের বেলায় আগের মত পুলিশ দেখা যায় না। এ কারণে দুস্কৃতিকারীরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

গাংনী উপজেলার বেশ কয়েকটি পুলিশ ক্যাম্প থাকলেও গত ৫ আগস্ট আওয়ামীলীগ সরকারের পতনের পর পুলিশ ফাড়ির পুলিশ একরকম নিষিক্রয় হয়ে পড়েছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে দুষ্কৃতিকারীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসি।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বনী ইসরাইল জানান, গাংনীর বিভিন্ন এলাকায় এখন পুলিশের দৃশ্যমান উপস্থিতি আছে। আমরা এখন জনগণের সেবায় সার্বক্ষনিক নিয়োজিত আছি। বিভিন্ন ঘটনায় তদন্ত ও আসামিদের ধরতে পুলিশের অভিযানও শুরু হয়েছে।

এবিষয়ে মেহেরপুর এডিশনাল এসপি সার্কেল আব্দুল করিম বলেন, বিগত ৫

তারিখের পর কিছুদিন পুলিশের তৎপরতা কম থাকলেও এখন পুলিশী টহল এবং কার্যক্রম পুরোদমে চলছে। চুরি ডাকাতির কোনো ঘটনায় আমাদের কাছে কেউ অভিযোগ করেনি। তবে, বোমা, কাফনের কাপড় বা অন্যান্য ঘটনাগুলোতে পুলিশের পক্ষ থেকে অনুসন্ধান চলছে। গাংনীর বিভিন্ন এলাকায় অপরাধীদের আটকের জন্য অভিযান চালছে। আতংকিত না হয়ে পুলিশকে তথ্য দিয়ে সহযোগীতার আহবান জানান তিনি।

মেহেরপুরে ট্রাফিক পুলিশের সচেতনতা মূলক ক্যাম্পেইন

“আইন মেনে চালাবো গাড়ি, নিরাপদে ফিরবো বাড়ি” এই প্রতিপাদ্যে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং জনসাধারণকে হেলমেট ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণে মেহেরপুরে লিফলেট ও হেলমেট করেছে ট্রাফিক পুলিশ।

মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক বিভাগের আয়োজনে আজ বুধবার (৩০ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে মেহেরপুর শহরের কলেজ মোড়ে এ উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নিজ হাতে লিফলেট ও হেলমেট বিতরণ করেন পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম।

এ সময় তিনি মোটরসাইকেল চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ গাড়ির বৈধ কাগজপত্র পরীক্ষা করেন এবং তাদেরকে বিনামূল্যে হেলমেট দেন।

এসময় তিনি জনসাধারণকে বলেন, মোটরসাইকেল যাত্রী যারা হেলমেট ছাড়া রাস্তায় চলাচল করে তাদের দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে। হেলমেট পরিধান করলে এই মৃত্যু ঝুঁকি অনেকটা হ্রাস পাবে।

এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ কামরুল আহসান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবদুল করিম, জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা, সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান, সাংবাদিক রফিকুল আলম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

এছাড়াও এসময় ট্রাফিক ইন্সপেক্টর ইসমাইল হোসেন, মোঃ আব্দুল

হান্নান, ট্রাফিক সাব ইন্সপেক্টর মোঃ মেহেদী হাসান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে জাতীয় স্যানিটেশন মাস উদযাপন

“স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পরিষ্কার হাত সর্বদা গুরুত্বপূর্ণ” এই প্রতিপাদ্য মেহেরপুরে জাতীয় স্যানিটেশন মাস ২০২৪ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালির আয়োজন করা হয়েছে।

মেহেরপুর পৌরসভার আয়োজনে বুধবার (৩০ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে পৌর সভা চত্বর হতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়। র্যালিটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক ও পৌর প্রশাসক মোঃ শামীম হোসেন প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন।

তিনি বলেন, সুস্থ জীবনযাপন করতে, নিজেকে রোগমুক্ত রাখতে আমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। পরিচ্ছন্নতা খুবই জরুরী এবং এর বিকল্প নেই।

এছাড়াও এসময় সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা খন্দকার জাহিদুল হক, পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা জি. এম ওবায়দুল্লাহ, নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুল আজিজ খান, সহকারি প্রকৌশলী আবু হেনা মোস্তফা কালাম, হিসাব রক্ষক কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ, প্রকল্প অফিসার গুলশান আরা মেরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের এডহক কমিটির সভাপতি হলেন শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক

গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজের খন্ডকালিন অধ্যক্ষ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠাণ ও সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠণের সৃষ্টা আব্দুর রাজ্জাক গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের এ্যাডহক কমিটির সভাপতি মনোনীত হয়েছেন।

গত ২৩ অক্টোবর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক আব্দুল হাই সিদ্দিক সরকার স্বাক্ষরিত অনুমোদনপত্রে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে।

এডহক কমিটির অনুমোদনপত্রে বলা হয়েছে, এ কমিটি অনুমোদনের তারিখ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত মেয়াদ থাকবে। এ সময়ের মধ্যে নিয়মিত গভর্নিং বডি গঠনের কার্যক্রম অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে।

জানা গেছে, এডহক কমিটির আকার হবে ৫ সদস্য বিশিষ্ট। আইন ও বিধি অনুযায়ী সভাপতি ও বিদ্যোৎসাহী সদস্য নিয়োগ দিয়ে থাকেন ভাইস চ্যান্সেলর। বাকি তিন জনের মধ্যে অধ্যক্ষ পদাধিকার বলে সদস্য সচিব। প্রতিষ্ঠাতা একজন। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য না থাকলে দাতা ও হিতৌষিদের মধ্য দিকে একজনকে সদস্য হিসেবে সভাপতি মনোনীত করতে পারবেন। এছাড়াও শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে একজন থাকবেন। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে শিক্ষকদের মধ্য থেকে একজনকে সদস্য নির্বাচিত করতে হবে।

এদিকে বিএনপি নেতৃবৃন্দের মধ্য থেকে সভাপতি ও বিদ্যোৎসাহী সদস্য করে কমিটি অনুমোদনের বিষয়ে স্বাগত জানিয়েছেন গাংনী উপজেলার বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ।

এর আগে গত ১৮ সেপ্টেম্বর বিএনপি নেতা জাফর আকবরকে এডহক কমিটির সভাপতি করে অনুমোদন দিয়েছিল।
কমিটির ঘোষণার সাথে সাথে গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী ও এডহক কমিটির সভাপতি জাফর আকবরের পদত্যাগের দাবিতে ফুঁসে ওঠে গাংনীর মানুষ। এনিয়ে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী